রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৮, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৭ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ৮৩-আইন/২০২৬।—সরকার, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদের দফা (২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এর অধীন রেলওয়ে হিসাব বিভাগ এর নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"এসএএস পরীক্ষা"** অর্থ বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সাব-অর্ডিনেট অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষা (Subordinate Accounts Service Examination);

(খ) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(গ) **"জিপিএ (GPA)"** অর্থ Grade Point Average;

মূল্য : টাকা ২০.০০

(ঘ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ঙ) **"নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ"** বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মচারী;

(চ) **"পদ"** অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(ছ) **"প্রয়োজনীয় যোগ্যতা"** অর্থ কোনো পদে নিয়োগের জন্য তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(জ) **"বাছাই কমিটি"** অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঝ) **"শিক্ষানবিশ"** অর্থ কোনো পদে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ঞ) **"সিজিপিএ (CGPA)"** অর্থ Cumulative Grade Point Average;

(ট) **"স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"** বা **"স্বীকৃত ইনস্টিটিউট"** বা **"স্বীকৃত বোর্ড"** অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিলের বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের দফা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) পদায়নের মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা যাইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদে নিয়োগের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের সুপারিশ করিবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা বাংলাদেশের ডোমিসাইল না হন; এবং

(খ) এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৫) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগত ভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে অথবা, তদন্ত হইলে, তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৬) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফি-সহ যথাযথ ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিলে, স্বীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৭) সরকারি চাকরি বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদন করিয়া নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত নিয়োগ নব নিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার পূর্ব চাকরিকাল শুধু পেনশন ও বেতন সংরক্ষণের জন্য গণনাযোগ্য হইবে এবং জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধাদির জন্য উক্ত কর্মকাল গণনাযোগ্য হইবে না।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) কোনো অস্থায়ী পদে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে, তবে উক্ত পদোন্নতি অস্থায়ী হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পদ স্থায়ী হইলে উক্ত পদোন্নতি স্থায়ী হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশ।**—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশের স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশ মেয়াদ এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশ মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করিয়া থাকে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিশের মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিশের মেয়াদ চলাকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবে এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা যাইবে না যতক্ষণ না, সরকারি আদেশবলে, সময়ে সময়ে, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইবে, সেই সকল কর্মচারীকে শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে অস্থায়ী পদ যে তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি স্থায়ী হইবে।

(৬) এই বিধির অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, "এসএএস হিসাবরক্ষক" পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য এবং নির্ধারিত বেতন ও ভাতায়, প্রথমে উক্ত পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে "এসএএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ" হইলে তাহাকে, উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের তারিখ হইতে, "এসএএস হিসাবরক্ষক" পদে নিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত কোনো শিক্ষানবিশ "এসএএস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ব্যর্থ হইলে, তাহার সম্মতির ভিত্তিতে, পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে, তাহাকে অডিটর পদে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে এবং সম্মতি প্রদান না করিলে তাহার শিক্ষানবিশকাল সমাপ্ত হইবে।

৭। **বিশেষ বিধান।**—(১) কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে পদায়ন, সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত কোটা বিভাজনের ক্ষেত্রে কোনো ভগ্নাংশ দেখা দিলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।

তফসিল-১

[বিধি ২ (খ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	সহকারী পরিচালক/ হিসাব কর্মকর্তা/ সহকারী বিভাগীয় হিসাব কর্মকর্তা/ ম্যানেজার পে এন্ড ক্যাশ/ হিসাব কর্মকর্তা (ট্রাভেলিং)	-	**জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) এসএএস হিসাবরক্ষক/ সমমান পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) বিভাগীয় এসএএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
২।	এসএএস হিসাবরক্ষক/ এসএএস হিসাবরক্ষক (ট্রাভেলিং ইনস্পেক্টর অব একাউন্টস)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (ট্রাভেলিং ইনস্পেক্টর অব একাউন্টস/টিসি)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (পরিদর্শক/স্টোর একাউন্টস)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (সুপারিনটেনডেন্ট/এসআই এন্ড স্কোয়াড)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (ডিভিশনাল পে-মাস্টার)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (সহকারী পে-মাস্টার)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (পরিদর্শক/পে-এন্ড ক্যাশ)/ এসএএস হিসাবরক্ষক (সহকারী ক্যাশিয়ার)	৩২ বৎসর	মোট পদের- (ক) শতকরা ৮০ ভাগ পদ **জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে বিভাগীয় হিসাব রক্ষক পদ হইতে পদায়নের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** এসএএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ অডিটর/অডিটর (পে-সহকারী)/ অডিটর (স্টক ভেরিফায়ার)/ অডিটর (ফিঙ্গার প্রিন্ট ইনস্পেক্টর)/ অডিটর (ক্যাশ সুপারভাইজার)/ অডিটর (নোট পরীক্ষক)/ অডিটর (জুনিয়র ট্রাভেলিং ইনস্পেক্টর অব একাউন্টস/ টিকিট চেকিং) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) কম্পিউটার MS Office পরিচালনায় দক্ষতা থাকিতে হইবে।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩।	বিভাগীয় হিসাবরক্ষক	-	মোট পদের— (ক) শতকরা ৩৪ ভাগ পদ অডিটর/অডিটর (পে-সহকারী)/অডিটর (স্টকভেরিফায়ার)/ অডিটর (ফিঙ্গার প্রিন্ট ইন্সপেক্টর)/অডিটর (ক্যাশ সুপারভাইজার)/ অডিটর (নোট পরীক্ষক)/ অডিটর (জুনিয়র ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর অব একাউন্টস/ টিকেট চেকিং) পদ হইতে <u>**জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে**</u> পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) শতকরা ৩৩ ভাগ পদ অডিটর (পেসহকারী)/ অডিটর (স্টকভেরিফায়ার)/ অডিটর (ফিঙ্গার প্রিন্ট ইন্সপেক্টর)/অডিটর (ক্যাশ সুপারভাইজার)/ অডিটর (নোট পরীক্ষক)/ অডিটর (জুনিয়র ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর অব একাউন্টস/ টিকেট চেকিং) এবং সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর কম্পিউটার অপারেটর/ সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/ জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী)/ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ হইতে	(ক) অডিটর/অডিটর (পে সহকারী)/অডিটর (স্টকভেরিফায়ার)/ অডিটর (ফিঙ্গার প্রিন্ট ইন্সপেক্টর)/ অডিটর (ক্যাশ সুপারভাইজার)/ অডিটর (নোট পরীক্ষক)/ অডিটর (জুনিয়র ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর অব একাউন্টস/ টিকেট চেকিং) পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; **অথবা** (খ) অডিটর (পে-সহকারী)/ অডিটর (স্টকভেরিফায়ার)/ অডিটর (ফিঙ্গার প্রিন্ট ইন্সপেক্টর)/ অডিটর(ক্যাশ সুপারভাইজার)/ অডিটর নোট পরীক্ষক)/ অডিটর (জুনিয়র ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর অব একাউন্টস/টিকেট চেকিং) এবং সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/ কম্পিউটারঅপারেটর/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী)/ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে সম্মিলিতভাবে অন্যূন ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের চাকরি;

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে; (গ) শতকরা ৩৩ ভাগ পদ সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/ কম্পিউটার অপারেটর/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/ জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী)/ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে হইতে **জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে।	**অথবা** (গ) সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/জুনিয়র অডিটর/জুনিয়র অডিটর/ (ক্যাশ সহকারী)/ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর/ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের চাকরি; এবং (ঘ) দফা (ক), (খ) বা (গ) এ উল্লিখিত পদধারীদের বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিভাগীয় হিসাবরক্ষক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হবে।
৪।	অডিটর/অডিটর (পে-সহকারী) অডিটর (স্টকভেরিফায়ার)/অডিটর (ফিঙ্গার প্রিন্ট ইন্সপেক্টর)/ অডিটর (ক্যাশ সুপারভাইজার)/অডিটর (নোট পরীক্ষক)/ অডিটর (জুনিয়র ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর অব একাউন্টস/টিকেট চেকিং)	৩২ বৎসর	মোট পদের— (ক) শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ পদ সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/ কম্পিউটার অপারেটর/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/ জুনিয়র অডিটর/জুনিয়র অডিটর (ক্যাশসহকারী)/ ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে কর্মরত ব্যক্তিগণের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং	পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ— (ক) সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; অথবা (খ) সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসর; অথবা (গ) সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর ও সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর উভয় পদে সম্মিলিতভাবে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; অথবা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			(খ) শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ঘ) জুনিয়র অডিটর/জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী)/ ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসির নিয়েগের ক্ষেত্রেঃ—** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) কম্পিউটার MS Office পরিচালনায় দক্ষতা থাকিতে হইবে। অথবা (গ) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) এর বিধান অনুযায়ী।
৫।	ব্যক্তিগত সহকারী	--	**জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
৬।	সিনিয়র ট্রাভেলিং টিকেট পরীক্ষক	--	**জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে	জুনিয়র ট্রাভেলিং টিকেট পরীক্ষক পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি।
৭।	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩২ বৎসর	**মোট পদের—** (ক) শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পদ	**পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ—** (ক) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; এবং

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(খ) তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:—** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৮।	জুনিয়র ট্রাভেলিং টিকেট পরীক্ষক	--	**জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে	জুনিয়র অডিটর/জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী) পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
৯।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; এবং (খ) তফসিল-২ ও ৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১০।	মোটরলরি চালক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) ভারী গাড়ী চালনায় বৈধ লাইসেন্স।
১১।	গাড়ী চালক	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) হালকা গাড়ী চালনায় বৈধ লাইসেন্স।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১২।	জুনিয়র অডিটর/জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী)	৩২ বৎসর	**মোট পদের—** (ক) শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ পদ **জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৮৫ (পঁচাশি) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে—** রাজস্বখাতভুক্ত বার্তাবাহক অথবা অফিস সহায়ক পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে ব্যবসায় শিক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ ও ৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৩।	কম্পিউটার অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১৪।	ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর	৩২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ ও ৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৫।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩২ বৎসর	**মোট পদের—** (ক) শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ পদ **জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে** পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে—** (ক) অফিস সহায়ক বা রাজস্বখাতভুক্ত বার্তাবাহক পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			(খ) শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ-তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ ও ৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৬।	অফিস সহায়ক	৩২ বৎসর	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে**	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৭।	বার্তাবাহক	পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫" অনুযায়ী পদ পূরণ করিতে হইবে।		
১৮।	কুলি	পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫" অনুযায়ী পদ পূরণ করিতে হইবে।		
১৯।	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫" অনুযায়ী পদ পূরণ করিতে হইবে।		

তফসিল-২

[বিধি ২ (ঘ) এবং তফসিল-১ এর ক্রমিক নং-৭, ৯, ১২, ১৪ ও ১৫ দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, জুনিয়র অডিটর, জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী), ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর ইত্যাদি:

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
লিখিত	১। বাংলা	২৫	৫০%	৯০ মিনিট
	২। ইরেজি	২৫		
	৩। গণিত	২০		
	৪। সাধারণ জ্ঞান	২০		
	মোট	৯০		
মৌখিক		১০		
	সর্বমোট	১০০		

ব্যাখ্যা:

(১) নিম্নবর্ণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন, যথা:—

(ক) লিখিত পরীক্ষা এবং

(খ) সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, জুনিয়র অডিটর, জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী), ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটরের জন্য এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হইবে।

(২) কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি চালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

তফসিল-৩

[বিধি ২ (ঘ) এবং তফসিল-১ এর ক্রমিক নং-৭ ও ৯ দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ক্ষেত্রমত, সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার নাম, গতি, নম্বর ইত্যাদি:

পদের নাম	পরীক্ষার বিষয়	ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি পরীক্ষায় মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষায় মোট নম্বর	সবনিম্ন পাস নম্বর	গড় পাস নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	(সাঁটলিপি)	৮০ শব্দ	৫০ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	(সাঁটলিপি)	৭০ শব্দ	৪৫ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

ব্যাখ্যা:

(১) সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণ (Transcribe) এর জন্য ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় বরাদ্দ থাকিবে।

(২) ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তফসিল-৪

[বিধি ২ (ঘ) এবং তফসিল-১ এর ক্রমিক নং-১২, ১৪ ও ১৫ দ্রষ্টব্য]

জুনিয়র অডিটর, জুনিয়র অডিটর (ক্যাশ সহকারী), ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে, ক্ষেত্রমত, সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার বিষয়, সময়, গতি, নম্বর ইত্যাদিঃ—

পরীক্ষার বিষয়	পরীক্ষার সময়	সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	মোট নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	গড় পাস নম্বর
ইংরেজি	১০ মিনিট	২০ শব্দ	৫০	৪০%	৫০%
বাংলা	১০ মিনিট	২০ শব্দ	৫০	৪০%	

ব্যাখ্যাঃ

(১) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সর্বনিম্ন গতিকে পাস নম্বর ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) হিসাবে গণ্য করা।

তফসিল-৫

[বিধি ২ (ঘ) এবং তফসিল-১ এর ক্রমিক নং-১৬ দ্রষ্টব্য]

অফিস সহায়ক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর ইত্যাদিঃ—

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সর্বনিম্ন পাস নম্বর	সময়
লিখিত পরীক্ষা	১। বাংলা	২০	৫০%	১ ঘণ্টা
	২। ইংরেজি	২০		
	৩। গণিত	২০		
	৪। সাধারণ জ্ঞান	১০		
	মোট	৭০		
মৌখিক পরীক্ষা		৩০		
	সর্বমোট	১০০		

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা পারভীন
উপসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd